প্রযুক্তিবিদ্যা

মে-২০২২

Powered by:

Owlspro START WITH TRENDS | TechEdu360

www.pb.techedu360.com

কিছু কথা...

TechEdu360 থেকে প্রকাশিত মাসিক ই-ম্যাগাজিন **"প্রযুক্তিবিদ্যা"** মূলত Owlpro কোম্পানির একটি প্রকল্প যার সম্পুর্ন ব্যবস্থাপনায় Owlspro টিম নিয়জিত।

যখন কেউ কোনো ঘটনা সম্পর্কে জানার অথবা বুঝার চেষ্টা করে তখন তাকে তারিখ এবং স্থান এত বেশি শুনতে হয় যে পরবর্তীতে সে উক্ত ঘটনা বা ইতিহাসটি জানার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। মূলত TechEdu360 টিমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সহজভাবে প্রদর্শন করা, যাতে বাংলাভাষী মানুষের কাছে যেকোনো তথ্য জানার ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি হয়।

যদি আপনি একজন ভাল লেখক হোন অথবা ইতিহাসবিদ বা ভাষাবিদ হোন তাহলে আপনার লেখা অন্তত একটি পান্ডুলিপি আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন আমাদের ই-মেইলে। (projuktibidda@techedu360.com). আমরা অবশ্যই আপনার পান্ডুলিপি আমাদের মাসিক ই-ম্যাগাজিন **"প্রযুক্তিবিদ্যা"** তুলে ধরার সম্পুর্ন চেষ্টা করবো।

"প্রযুক্তিবিদ্যা" হলো প্রযুক্তি ও শিক্ষা ভিত্তিক একটি ই-ম্যাগাজিন। ডিজিটাল দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও হয়ে উঠেছি ডিজিটাল আর তাই ম্যাগাজিনকে নিয়ে এসেছি আপনার পকেটের মধ্যে।

আমাদের এই ই-ম্যাগাজিনটি আপনি যত ইচ্ছা ততবার ডাউনলোড করতে পারবেন এবং পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে পড়তে পারবেন, তাছাড়া আমাদের ম্যাগাজিনটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

Powered by:

Owlspro START WITH TRENDS | TechEdu360

এইবারের সংখ্যায় যা যা থাকছে.....

প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান

- এবার বাংলাদেশ থেকে ব্যান্ডউইথ নিল ভুটান..... ০১
- কল ড্রপ ও ধীরগতির ইন্টারনেটের সমাধানে বিটিআরসির উদ্যোগ..... ০২
- ৩০ দিন আনলিমিটেড কথা বলা যাবে ১০০ টাকায়..... ০৪

ঈদ স্পেশাল

- ঈদের নামায পড়ার সঠিক নিয়ম..... ০৫
- ফিতরা আদায়ের নিয়ম ও পদ্ধতি..... ০৭

শিক্ষা

- প্রাথমিকে ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি ২৮ জুন থেকে ১৬ জুলাই..... ১১
- প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক পদের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২৩ নির্দেশনা..... ১২

ব্যবসা-বাণিজ্য

- বিলাসবহুল পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী..... ১৫
- ভ্যালিতে নিজের ৫০ শতাংশ শেয়ার মা ও ভগ্নীপতিকে দিলেন শামীমা..... ১৬
- আরও ১০২ কোটি টাকার বিনিযয়োগ পেল পেপারফ্লাই..... ১৮

এবার বাংলাদেশ থেকে ব্যান্ডউইথ নিল ভুটান।

ভারত ও সৌদি আরবের পর বাংলাদেশ থেকে এবার ব্যান্ডউইথ কিনলো ভুটান। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার আজ বুধবার এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ থেকে ব্যান্ডউইথ আমদানি করতে সম্মত হয়েছে ভুটান। ভারত ও সৌদি আরবের পর আমাদের ব্যান্ডউইথ নিল ভুটান। আশা করি, ভারতেও রপ্তানি দ্বিগুণ হবে। আমরা খুব দ্রুত মালয়েশিয়াতেও ব্যান্ডউইথ রপ্তানি করতে পারব। সৌদি আরব বর্তমানে ৬০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ নিচ্ছে। এসবই শেখ হাসিনা সরকারের অনেক বড় অর্জন। এদিকে, দেশের ইন্টারনেট ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন করতে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের বাস্তবায়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সরকার। আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলটি চালু করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সম্প্রসারণ করা হলে ব্যান্ডউইথের সক্ষমতা বেড়ে ১৩ হাজার ২০০ জিবিপিএস হবে।

জানা যায়, প্রথমে এই সক্ষমতা নির্ধারণ করা হয় ৬ হাজার ৬০০ জিবিপিএস। অর্থাৎ সম্প্রসারণের ফলে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ সক্ষমতা বেড়ে দ্বিগুণ হবে।

কল ড্রপ ও ধীরগতির ইন্টারনেটের সমাধানে বিটিআরসির উদ্যোগ।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, বিটিআরসি ঢাকাসহ সারাদেশে মোবাইল নেটওয়ার্ক বিঘ্নকারী অবৈধ জ্যামার ও বুস্টার অপসারণের উদ্যোগ নিয়েছে।

জানা গেছে, এক হাজারেরও বেশি স্থানে অবৈধ জ্যামার, নেটওয়ার্ক বুস্টার যন্ত্রের ব্যবহারের কারণে মোবাইল নেটওয়ার্ক বিঘ্নিত হচ্ছে। কোনো স্থানে জ্যামার থাকলে আশপাশের প্রচুর গ্রাহক নেটওয়ার্ক সংযোগ পায় না। অবৈধ বুস্টার বা রিপিটারও একই ধরনের সমস্যা তৈরি করে। বিটিআরসি জানিয়েছে, মোবাইল নেটওয়ার্ক এবং টেলিযোগাযোগ সেবার মান নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, মসজিদ এবং মন্দিরে জ্যামার বসানো হচ্ছে। অনেকে আবার ভালো নেটওয়ার্ক পেতে নিজ বাড়িতে বুস্টার ও রিপিটার বসিয়েছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওই এলাকার অন্যান্যদের নেটওয়ার্ক।

জ্যামার সাধারণত ওয়্যারলেস সিস্টেমের

আপলিংক ফ্রিকোয়েন্সিকে আক্রমণ করে পুরো ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের ওয়্যারলেস চ্যানেলগুলোকে বাধাগ্রস্ত করতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংকেত প্রেরণ করে। এর ফলে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীরা কল ড্রপ, সাইলেন্ট কল ও ধীরগতির ডেটার মতো নেটওয়ার্ক সমস্যায় পড়েন।

গ্রাহকদের জন্য প্রিপেইড ইন্টারনেট ও টেলিফোন সার্ভিস চালু করল বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড, বিটিসিএল। ১১টি প্যাকেজের মাধ্যমে ভয়েস কল ও ইন্টারনেট সেবা (বান্ডল) দেবে প্রতিষ্ঠানটি। আজ রোববার, ১৭ এপ্রিল বিটিসিএল ভবনে এই সেবার উদ্বোধন করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বিটিসিএলের প্রিপেইড প্যাকেজে রয়েছে টেলিফোন প্যাকেজ এবং ইন্টারনেট বান্ডেল প্যাকেজ (টেলিফোনসহ)। ১৫০ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে টেলিফোন প্যাকেজ পাওয়া যাবে। আর ইন্টারনেট সেবার জন্য ৫ এমবিবিএস থেকে ১০০ এমবিবিএস পর্যন্ত ১১টি প্যাকেজ মিলবে ৫০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪২০০ টাকায়।

বিটিসিএল থেকে বিটিসিএলে ৩০ দিন আনলিমিটেড কথা বলা যাবে মাত্র ১০০ টাকায়। বিটিসিএল থেকে অন্য অপারেটরে কথা বলতে পড়বে ৪৮ পয়সা মিনিট।

গ্রাহকরা মাই বিটিসিএল অ্যাপের মাধ্যমে প্যাকেজ নির্বাচন করে এই সেবার জন্য আবেদন করতে পারবেন। কোনো প্রকার জামানত ছাড়াই প্রিপেইড টেলিফোন ও উচ্চগতির 'জিপন' ইন্টারনেট সংযোগ নিতে পারবেন গ্রাহকরা। একই সঙ্গে চার্জ ছাড়াই নগদ, বিকাশ ও কার্ডের মাধ্যমে রিচার্জ করা যাবে।

ঈদের নামাজ পড়ার নিয়ম

*ঈদের নামাযের বাংলা নিয়ত==> প্রথমতঃ এভাবে নিয়ত করবে যে, আমি ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দু'রাকাত ওয়াজিব নামায ছয় তাকবিরের সাহিত এই ইমামের পিছনে কিবলামুখি হয়ে আদায় করছি "আল্লাহু আকবার" ।

*প্রথম রাকাত==> তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বেঁধে (ছেড়ে না দিয়ে) ছানা পড়বে।

এরপর দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দেবে।

তারপর আবার দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দেবে।

তারপর তৃতীয়বার দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বেঁধে নেবে।

অতিরিক্ত এই তিনটি তাকবিরের মাঝে তিন তাসবিহ তথা তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা যায় এই পরিমান সময় অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। জামাত অধিক বড় হলে আরো অধিক সময় বিলম্ব করা যেতে পারে।

তারপর ইমাম সাহেব 'আউযুবিল্লাহ' 'বিসমিল্লাহ' 'সূরা ফাতিহা' ও অন্য একটি সূরা পড়ে

রুকু করবেন।

*দ্বিতীয় রাকাত===> এরপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহসহ ইমাম সাহেব কিরাত পড়বেন "আলহামদু ও অন্য একটি সুরা পড়বে । কিরাত শেষ করে এরপর ৩ বার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দেবেন। তারপর হাত না উঠিয়ে চতুর্থ তাকবির বলে রুকুতে যাবেন (ঈদের নামাযে রুকুর এই তাকবির ওয়াজিব) এই ভাবে ঈদের নামায পড়তে হবে ।

*টীকা==> তারপর ইমাম সাহেব সরাসরি মিম্বারে না বসে দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ শুরু করবেন। পরপর দুই খুতবা পাঠ করবেন এবং মাঝখানে তিন আয়াত পড়া যায় এতটুকু সময় পরিমান বসবেন, এই বসা সুন্নাত। [সুত্র=> দুররে মুখতার ১/৭৭৯ পৃষ্ঠা]

ফিতরা দেওয়ার নিয়ম

রমজান মাসের সিয়াম সাধনায় রোজা পালনের ত্রুটি-বিচুযতিগুলো থেকে মুক্ত হতে ফিতরা আদায় করা জরুরি। ঈদের নামাজ পড়ার আগেই ফিতরা আদায় করার নির্দেশনা রয়েছে। ফিতরা সম্পর্কিত অনেক বিষয়, তা আদায়ে এসব বিষয়গুলো জানা জরুরি।

মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর মুমিন মুসলমান শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদ উদযাপন করে থাকেন। মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই মুমিন মুসলমান ফিতরা আদায় করে থাকেন।

ফিতরার গুরুত্ব, ফজিলত এবং তা আদায়ের কারণগুলো ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ফিতরা সম্পর্কিত আরও অনেক বিষয় আছে যা অনেকেই জানে না। ফিতরা আদায়ের সেসব নিয়মগুলো তুলে ধরা হলো-

ফিতরা আদায়ের নিয়ম:

হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী ২ পরিমাপে ৫ জিনিস দিয়ে ফিতরা আদায় করা যায়। আর তাহলো গম, যব, কিসমিস, খেজুর, পনির। এসব গুলোর মধ্যে গমের পরিমাপ হলো অর্ধ সা

আর বাকিগুলোর পরিমাপ এক সা। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোনো একটি দিয়ে এ ফিতরা আদায় করতে পারবেন। বর্তমান বাজারমূল্য হিসেবে তা তুলে ধরা হলো-

- গম/আটা : গম বা আটার পরিমাপ হবে অর্ধ সা। যা ৮০ তোলা সেরের মাপে ১ সের সাড়ে বারো ছটাক। আর কেজির হিসাবে ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম। তবে ন্যূনতম পূর্ণ ২ সের/ কেজির মুল্য আদায় করা উত্তম। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৭০ টাকা।

- যব : যবের পরিমাপ হবে এক সা। কেজির হিসাবে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম। যার বর্তমান বাজার মূল্য- ২৭০ টাকা।

- কিসমিস : এর পরিমাপও এক সা। কেজির হিসাবে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম। যার বর্তমান বাজার মূল্য- ১ হাজার ৫০০ টাকা।

- খেজুর : এর পরিমাপ এক সা। কেজির হিসাবে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম। যার বর্তমান বাজার মূল্য- ১ হাজার ৬৫০ টাকা।

- পনির : পনিরের পরিমাপও এক সা। কেজির হিসাবে ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম। যার বর্তমান বাজার মূল্য- ২ হাজার ২০০ টাকা।

তবে যব, কিসমিস, খেজুর ও পনির-এর ক্ষেত্রে ৪ কেজির মূল্য পরিশোধ করাই উত্তম।

মনে রাখতে হবে-

যদি কোনো পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, শিশু-কিশোর ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, এবং মা-বাবাসহ মোট ৮ জন সদস্য থাকে তবে পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি এ ৮ জনের ফিতরা আদায় করবেন। এভাবে হিসাব করে ফিতরা দিতে হবে।

ফিতরা যারা দেবেন:

সামর্থ্যবান মুমিন নারী-পুরুষের ওপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। সামর্থ্যবানদের অধীনস্ত

পরিবারের সব সদস্যদের ফিতরাও দায়িত্বশীল ব্যক্তি আদায় করবেন। অর্থাৎ পরিবারের শিশু-কিশোর যদি অর্থের মালিক না হয় তবে বাবাই পরিবারের লোকদের ফিতরা আদায় করবেন।

এক কথায় সামর্থ্যবান নারী-পুরুষ, শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সব স্বাধীন, পরাধীন এমনকি হিজড়া সম্প্রদারে ওপরই ফিতরা আদায় করা আবশ্যক। বালেগ সন্তান যদি পাগল হয় তবে পিতার পক্ষ থেকে তা আদায় করা ওয়াজিব।

ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত:

ঈদুল ফিতরের দিন কোনো স্বাধীন মুসলমানের কাছে জাকাতের নিসাব তথা সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ কিংবা সাড়ে ৫২ তোলা রুপা অথবা তার সমমুল্যের নগদ অর্থ কারো কাছে থাকলেই ওই ব্যক্তির জন্য ফিতরা ওয়াজিব।

এ সম্পদ ঋণ এবং মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। তবে ব্যতিক্রম হলো- জাকাতের জন্য এ সম্পদ পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকতে হবে, আর ফিতরার ক্ষেত্রে এক বছর থাকা শর্ত নয়। আর এসব ব্যক্তির জন্য ফিতরা গ্রহণ করাও হারাম।

আবার বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র, স্থাবর সম্পদের মূল্য (যদি ব্যবসার জন্য না হয়) জাকাতের নিসাবের অন্তর্ভূক্ত নয়। কিন্ত ফিতরার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র,ঘর-বাড়ি ও স্থাবর সম্পদ, ভাড়া বাড়ি, মেশিনারীজ, কৃষিযন্ত্র ইত্যাদি (উপার্জনের জন্য না হলেও) এসবের মূল্যের হিসাবও ফিতরার নেসাবে অন্তর্ভূক্ত হবে।

ফিতরা যখন ওয়াজিব হয়:

ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর সব সামর্থ্যবান মুমিনের ওপর ফিতরা আদায় করা আবশ্যক। এ সময়ের ঠিক আগ মুহূর্তে যদি কারো বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয় তবে ওই বাচ্চার জন্যও ফিতরা আদায় করতে হবে। ফিতরা কখন আদায় করতে হয়

ঈদের নামাজে যাওয়ার আগেই ফিতরা আদায় করা সর্বোত্তম। তবে আগে থেকে ফিতরা আদায়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আর যদি কেউ কোনো কারণে ঈদের নামাজের আগে আদায় করতে না পারে তবে ঈদের পরেও তা আদায় করা যাবে। তবে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহে যাওয়ার আগেই ফিতরা আদায় করতেন। কেননা গরিব-অসহায় এ টাকায় কেনাকাটা করে ধনীদের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করবে।

একটি বিষয় লক্ষণীয়...

সমাজের প্রায় সব মানুষই ৭০ টাকা হারে ফিতরা হিসাব করে থাকে। কিন্তু ফিতরা আদায়ের হিসাবটি মুলত এমন নয়, কারণ অনেক মানুষ আছেন, যারা অঢেল সম্পদের মালিক। তারা চাইলে জনপ্রতি সর্বোচ্চ ২ হাজার ২০০ টাকার চেয়ে বেশি ফিতরা দিতে পারেন। অথচ এ পর্যায়ের অনেক মানুষ ফিতরার ক্ষেত্রে ৭০ টাকা হিসাব করে ফিতরা দিয়ে থাকেন। এমনটি যেন না হয়। তাহলে অবস্থা অনুযায়ী ওই ব্যক্তির ফিতরা আদায়ে ইনসাফ হবে না। কেননা ফিতরা গরিবের আনন্দ বিনোদন ও উৎসব করার হক।

তাই কোনো ব্যক্তি যদি খেজুর দিয়ে ফিতরা দিতে চান তবে ওই ব্যক্তি উন্নত মানের আজওয়া খেজুর দিয়ে ফিতরা আদায় করা উচিত। এভাবে বাকি ৪ জিনিসের ক্ষেত্রেও উন্নত মানের দাম অনুযায়ী ফিতরা দেয়া জরুরি।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সব সম্পদশালী ব্যক্তিকে যার যার অবস্থান অনুযায়ী ফিতরা আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিকে ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি ২৮ জুন থেকে ১৬ জুলাই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি দিতে ঈদুল আজহার ছুটির সঙ্গে আগের নির্ধারিত গ্রীষ্মকালীন ছুটি সমন্বয় করা হয়েছে। ফলে আগামী ২৮ জুন থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত বিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। বুধবার (২০ এপ্রিল) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করে।অফিস আদেশে জানানো হয়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০২২ সালের ছুটি তালিকায় গ্রীষ্মকালীন ছুটি ১৬ থেকে ২৩ মে নির্ধারিত ছিল। শিক্ষকদের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি দেওয়ার সুবিধার্থে আগে নির্ধারিত গ্রীষ্মকালীন ছুটি ১৬ থেকে ২৩ মে'র পরিবর্তে ২৮ জুন থেকে ৫ জুলাই সমন্বয় করে নির্ধারণ করা হলো।

আগামী ২৮ জুন থেকে ৫ জুলাই গ্রীষ্মকালীন ছুটি ও ৬ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত ঈদুল আযহা এবং আষাঢ়ী পূর্ণিমা উপলক্ষে বিদ্যালয়ে সরাসরি পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিভাগীয় উপপরিচালকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চিঠিতে।

প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক পদের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২৩ নির্দেশনা।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৫ হাজার সহকারী শিক্ষক পদের নিয়োগ পরীক্ষা তিন ধাপে নেওয়া হবে। প্রথম ধাপের লিখিত পরীক্ষা আগামী শুক্রবার ২২ জেলায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারছেন পরীক্ষার্থীরা। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পরীক্ষার্থীদের জন্য ২৩ দফা নির্দেশনা দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। নির্দেশনাগুলো এখানে তুলে ধরা হলো।

১. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশপত্র ও জাতীয় পরিচয়পত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

২. পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগে প্রার্থীকে নির্ধারিত আসন গ্রহণ করতে হবে এবং পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কক্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না।

৩. পরীক্ষা শুরুর পর থেকে ওএমআর ফরম জমা না দেওয়া পর্যন্ত কাউকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। তাই পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই সব প্রয়োজন মিটিয়ে আসতে হবে।

৪. কক্ষ পরিদর্শকের অনুমতি ব্যতীত নিজ আসন ছাড়া অন্য কোনো আসনে বসা যাবে না।

৫. প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনো বই, উত্তরপত্র, নোট বা অন্য কোনো কাগজপত্র, ক্যালকুলেটর, মুঠোফোন, ভ্যানিটি ব্যাগ, পার্স, হাতঘড়ি বা ঘড়ি, জাতীয় বস্তু, ইলেকট্রনিকস হাতঘড়ি বা যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিকস ডিভাইস, যোগাযোগের যন্ত্র বা এজাতীয় বস্তু সঙ্গে নিয়ে ঢুকতে দেওয়া হবে না। যদি কোনো পরীক্ষার্থী উল্লিখিত দ্রব্যাদি সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকেন, তবে তাঁকে তাৎক্ষণিক বহিষ্কারসহ তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৬.পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষাকক্ষে অবস্থানকালে অবশ্যই উভয় কান উন্মুক্ত রাখতে হবে।

৭. আবেদনপত্রে পরীক্ষার্থীর প্রদত্ত ছবি হাজিরা শিটে থাকবে এবং ইনভিজিলেটর এ ছবি দিয়ে পরীক্ষার্থীকে যাচাই করবেন। ভুয়া পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৮. আবেদনপত্রে প্রার্থীর দেওয়া স্বাক্ষরের সঙ্গে পরীক্ষার হাজিরা শিটে এবং ওএমআর শিটে প্রদত্ত স্বাক্ষরসহ সব তথ্যে মিল থাকতে হবে।

৯. পরীক্ষার্থীকে উত্তরপত্রে অবশ্যই কালো বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার করতে হবে।

১০. একজন পরীক্ষার্থীর জন্য ওএমআর ফরমের সেট কোড পূর্বনির্ধারিত থাকবে। পরীক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত ওএমআর ফরমের সেট কোডটি প্রবেশপত্রে উল্লেখ করা আছে।১১.পরীক্ষার হলে যে ওএমআর ফরম দেওয়া হবে, সেখানে সেট কোডের ঘরে প্রবেশপত্রে উল্লেখ করা কোডটির বিপরীতে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।১২.ওএমআর ফরম পাওয়ার পর ফরমের ডান দিকে নিচে লেখা নির্দেশনা খুব ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে।১৩.পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের সেট কোড এবং ওএমআর ফরমের সেট কোড ভিন্ন হবে। পরীক্ষার্থীর ওএমআর সেট কোডের বিপরীতে কোন সেট কোডের প্রশ্ন পাবেন, তা পরীক্ষা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে কক্ষ পরিদর্শক জানিয়ে দেবেন।

১১. পরীক্ষার হলে যে ওএমআর ফরম দেওয়া হবে, সেখানে সেট কোডের ঘরে প্রবেশপত্রে উল্লেখ করা কোডটির বিপরীতে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

১২.ওএমআর ফরম পাওয়ার পর ফরমের ডান দিকে নিচে লেখা নির্দেশনা খুব ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে।

১৩. পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের সেট কোড এবং ওএমআর ফরমের সেট কোড ভিন্ন হবে। পরীক্ষার্থীর ওএমআর সেট কোডের বিপরীতে কোন সেট কোডের প্রশ্ন পাবেন, তা পরীক্ষা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে কক্ষ পরিদর্শক জানিয়ে দেবেন। পরীক্ষার্থী সঠিক কোডের প্রশ্নটি পেলেন কি না, তা নিজে নিশ্চিত হবেন।

১৪. প্রবেশপত্রে নির্ধারিত ওএমআরের সেট কোড ব্যতীত অন্য সেট কোডে পরীক্ষা দিলে উত্তরপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৫. রোল বা সেট কোডের বৃত্ত পূরণে ভুল হলে উত্তরপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৬. হাজিরা শিটের সঠিক স্থানে পরীক্ষার্থীকে স্বাক্ষর করতে হবে এবং হাজিরা বৃত্তটি পূরণ করতে হবে। তা না হলে উত্তরপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৭. ওএমআর ফরমের উপরিভাগের নির্ধারিত সব টেক্সটবক্স নির্দেশনা অনুযায়ী পূরণ করতে হবে, অন্যথায় উত্তরপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৮.পরীক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে আপনার আসন কোন রুমে, এর তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হবে। এক পরীক্ষার্থীর জায়গায় অন্য কোনো পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিলে তাঁর পরীক্ষা বাতিল হবে।

১৯. পরীক্ষা চলাকালে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে না। যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে কিংবা কোনো অসদুপায় অবলম্বন করা হলে পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার করা হবে।

২০.পরীক্ষার আগে, চলাকালে কিংবা পরে পরীক্ষার্থী কক্ষ পরিদর্শকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে বা কোনো অন্যায় আচরণ করলে ও তা প্রমাণিত হলে তাঁর পরীক্ষা বাতিল হবে।

২১.পরীক্ষার হলে কক্ষ পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

২২.পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিদর্শক লেখা বন্ধ করতে বলার সঙ্গে সঙ্গে লেখা বন্ধ করতে হবে।

২৩.কক্ষ পরিদর্শক কর্তৃক ওএমআর ফরম ও প্রশ্নপত্র জমা নেওয়ার পর তাঁরা তা গুনে সব ঠিক পাওয়া পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের যাঁর যাঁর আসনে বসে থাকতে বলবেন। তাঁরা যেতে না বলা পর্যন্ত কেউ কক্ষ ত্যাগ করবেন না।

বিলাসবহুল পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানিয়েছেন **অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।**

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আমদানি নিয়ন্ত্রণে সবসময় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আমদানি তো নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে, এটা ওপেন নয়। যে সমস্ত আমদানি পণ্য আমাদের শিল্পে কাজে লাগে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এগুলো সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না। প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টর এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।'

সরকারি বা বেসরকারি খাতে বিলাসবহুল পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, 'অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা বিদ্যমান থাকায় বিলাসবহুল সামগ্রী নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যখন অতিরিক্ত দুর্বলতা থাকবে না, আন্তর্জাতিক বাজারে কোনো বিপজ্জনক কারণ থাকবে না...পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এসব পণ্য আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে।'

evaly

ভ্যালিতে নিজের ৫০ শতাংশ শেয়ার মা ও ভগ্নীপতিকে দিলেন শামীমা।

ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ইভ্যালির সাবেক চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিন তার মোট শেয়ারের ৫০ শতাংশ তার মা ফরিদা তালুকদার লিলি ও তার ছোট বোনের স্বামী মো. মামুনুর রশীদের কাছে হস্তান্তর করেছেন।

প্রতিষ্ঠানটিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গত ৬ এপ্রিল জামিনে কারাগার থেকে মুক্ত হন শামীমা।

ইভ্যালির মোট ৬ লাখ শেয়ারের মালিক ছিলেন তিনি। মা ও ভগ্নীপতিকে দেওয়ার পর তিনি এখন কোম্পানির ৩ লাখ শেয়ারের মালিক।

আজ মঙ্গলবার শামীমার আইনজীবী আহসানুল করিম ও শামীম আহমেদ মেহেদী হাইকোর্টের কোম্পানি বেঞ্চকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে ইভ্যালির সংক্ষুব্ধ গ্রাহক মো. ফরহাদ হোসেনের দায়ের করা মামলার শুনানির সময় তারা এ তথ্য জানান।

ফরহাদ গত বছরের মে মাসে ইভ্যালিতে একটি ওয়াশিং মেশিন অর্ডার করেছিলেন এবং মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানকারী বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে টাকা দিয়েছিলেন।

ফরহাদের আইনজীবী সাঈদ মাহসিব হোসেন বলেন, '৪ মাসেও তিনি পণ্য পাননি বা টাকা ফেরত পাননি। এ কারণে তিনি বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন।'

এর আগে চলতি বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের কোম্পানি বেঞ্চ শামীমাকে এবং ইভ্যালির সাবেক প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ রাসেলকে তাদের ৫০ শতাংশ শেয়ার পরিবারের ৩ সদস্যকে হস্তান্তরের অনুমতি দেন।

শামীমার আইনজীবী শামীম আহমেদ মেহেদী দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, আজ হাইকোর্ট বেঞ্চ শামীমাকে ফরহাদের দায়ের করা মামলায় বিবাদী হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, যেন তিনি আদালতের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চাইতে পারেন।

তিনি বলেন, 'বর্তমানে কারাগারে থাকা মোহাম্মদ রাসেল আরেকটি আবেদনের মাধ্যমে হাইকোর্টের আদেশ চেয়েছেন, যেন তিনি কারাগারে থেকে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ও ফার্মের রেজিস্ট্রারের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ইভ্যালিতে তার মোট ৪ লাখ শেয়ারের মধ্যে ২ লাখ শেয়ার শ্বশুর মো. রফিকুল আলম তালুকদারের কাছে হস্তান্তর করতে পারেন।'

তবে হাইকোর্ট বেঞ্চ রাসেলের এ আবেদনের অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছেন বলে জানান এই আইনজীবী।

গত বছরের ২২ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট বেঞ্চ ইভ্যালিকে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সম্পদ বিক্রি ও স্থানান্তরে একটি নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করেন।

১ হাজার কোটি টাকার বেশি দায় থাকা প্রতিষ্ঠান ইভ্যালি লিমিটেডের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য গত বছরের ১৮ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করে হাইকোর্ট বেঞ্চ।

আরও ১০২ কোটি টাকার বিনিয়োগ পেল পেপারফ্লাই

লজিস্টিক-টেক কোম্পানি পেপারফ্লাই মঙ্গলবার শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় প্রযুক্তিভিত্তিক ই-কমার্স লজিস্টিক সমাধান প্রদানকারী ইকম এক্সপ্রেস থেকে আরও ১০২ কোটি টাকা বিনিয়োগ পেয়েছে।

মঙ্গলবার কোম্পানিটির এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ভারতীয় কোম্পানিটি গত বছর পেপারফ্লাইতে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিল। ফলে, এখন ইকম এক্সপ্রেসের মোট বিনিয়োগ স্থানীয় স্টার্ট-আপটিতে ২০২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পেপারফ্লাই হল বাংলাদেশে প্রথম দেশীয় প্রযুক্তি-ভিত্তিক লজিস্টিক কোম্পানি যা দেশব্যাপী সেবা প্রদান করে।

পেপারফ্লাইয়ের একজন কর্মকর্তার জানান, এই বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে কোম্পানিটি বাংলাদেশের কুরিয়ার সেক্টরকে ডিজিটাল করতে চায়।